দৈনিক ইনকিলাব

171

তারিখ 13 JUN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

বিএ (পাস) পরীক্ষার ব্যর্থতা

সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে আট মাস পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ (পাস) পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হলে দেখা গেল অর্ধেক পরীক্ষার্থীই ফেল করেছে এবং তার শতকরা ৭৫ ভাগই বাংলা (জাতীয়) ভাষায়। কিন্তু এর কারণ কি? বাংলাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিলেও পাঠ্যক্রম সেভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে কি?

ফলাফলের দুঃখজনক পরিণতি প্রসঙ্গে বাংলা বিভাগীয় চেয়ারম্যান দায়সারা গোছের বক্তব্য রেখেছেন—"ছাত্রী-ছাত্রীরা টেকস্ট বই একেবারেই পড়ে না।" কিন্তু প্রশ্ন হলো— টেকস্ট বই আছে কি? মাতৃভাষার ১০০ নম্বরের পাঠ্যক্রম তিনটি বইতে ষাটি নম্বর। গল্প, প্রবন্ধ ২০টি এবং কবিতা ত্রিশোর্ধ। তিনটি বই-এর প্রকাশক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তবে কোন বছরই ছাত্র-ছাত্রীরা বই পায় না। শতকরা ৯৮ জনের বাংলা বই নেই। বেশ কয়েক বছর ধরে সে বই বাজারে নেই। কর্তৃপক্ষের জবাব—ছাপা নেই, ছাপা হচ্ছে। একমাসের মধ্যে পাওয়া যাবে ইত্যাদি। ফলে বছর, কোর্স, সিলেবাস, পরীক্ষা সবই শেষ হয়, কিন্তু বই ছাপা শেষ হয় না। তিনখানা বই-এর দাম ১৫০/- টাকা। তবে নির্ধারিত পাঠ্যসূচী একত্রে ছাপলে দাম হতো বড়জোর ২৫/- টাকা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বই ছাপবে না, কাউকে ছাপতেও দেবে না। প্রতিটি বইয়ে গড়ে পাঁচশতাধিক পৃষ্ঠা। যদি ছাপা হয় বা পুরানো পাওয়া যায় তা চড়া দামে বিক্রি হয়। গত '৮৫-৮৬ এবং বর্তমান '৮৭-র পরীক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করলে তারা সিলেবাস সম্পর্কে সঠিক কিছু বলতে পারে না।

তাছাড়া প্রবন্ধ সংগ্রহে উপমহাদেশের সেরা লেখকদের অত্যন্ত বাছাই করা উন্নতমানের ১০টি প্রবন্ধের ৫টাই নিছক সাহিত্য বিষয়ক। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, আবু সয়িদ আইয়ুব প্রমুখ প্রবন্ধিকের রচনা উচ্চতর বাংলা, সম্মান ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর উপযুক্ত। অথচ অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী (পাস শ্রেণীর) ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যও একই প্রবন্ধ, গল্প পাঠ্য করা হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্তরাই পাস কোর্স পড়ে থাকে—একথা স্মরণে রেখে পাঠ্য তালিকা প্রণয়ন করা উচিত। তবে ব্যাকরণ অংশের ২০ নম্বর উপযোগী সিলেবাস অত্যন্ত সোজা। অথচ তাও তারা পারে না। তবে প্রবন্ধ রচনা ক্ষেত্রে ২০ নম্বরের প্রশ্ন অত্যন্ত কঠিনভাবেই করা হয়ে থাকে। ১৯৮৬ সালের পাঁচটি প্রবন্ধের মধ্যে চারটিই কেউ স্পর্শ করেনি। যেমন 'আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে একুশের প্রভাব', 'স্বাধীন বাংলাদেশে ইংরেজীর ভবিষ্যত', 'তোমার দেখা মঞ্চ নাটক', 'কুসংস্কার' ইত্যাদি।

তাছাড়া যারা প্রশ্ন করেন, তারা পাঠ্যক্রম দেখে আদৌ প্রশ্ন করেন কি-না সন্দেহ। ১৯৮৪ এবং ১৯৮৬ সালে বিএ (পাস) পরীক্ষার প্রশ্নের গল্প সংগ্রহের ব্যাখ্যার অংশে দু'বার পাঠ্যক্রম বহির্ভূত ব্যাখ্যার উত্তর চাওয়া হয়েছে।

সর্বোপরি টেক্সটবই বাজারে না থাকার জন্য শিক্ষার্থীরা অর্থ পুস্তকের সহায়তা নিয়ে থাকে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বাজারের প্রচলিত নোটে তত্ত্ব ও তথ্যগত ভুল সম্বলিত অপ্রসাঙ্গিক উদ্ভট কথাবার্তা লেখা আছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, ১৯৮৫ সালের পরীক্ষার ২(ক) প্রশ্নটি ছিল "প্রবৃত্তির দহনে সামাজিক মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক যে দগ্ধ হয় জগদীশ চন্দ্র গুপ্তের 'বেলোয়ারী টোপ' গল্পটি তার একটি বাস্তব চিত্র।" উক্তিটি বিশ্লেষণ করতে বলা হয়েছে। মূল গল্পের নায়ক ভরত তার বিধবা বোনের-বিধবা কন্যা মিন্ময়ীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তাকে গর্ভবতী করে বলে বলা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জনৈক অর্থ পুস্তক প্রণেতা মিন্ময়ীর স্থলে 'চাকরানী' বলে চালিয়ে দিয়েছে। ফলে ঐ নোট থেকে প্রশ্নোত্তর লিখলে সে খাতায় নম্বর দেয়া সম্ভব কি? কর্তৃপক্ষের ভুলের জন্য পরীক্ষার্থী কেস করলো। এর জন্য দায়ী কে? আমার ধারণা পাঠ্যক্রম প্রণয়িতা, মুদ্রণ কর্মকর্তা ও প্রশ্নকর্তারা সম্মান, স্নাতকোত্তর ও অন্যান্য বিষয়াবলী নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে পাস কোর্স নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো সময় তাদের হাতে থাকে না। ফলশ্রুতিতে ফলাফল প্রকাশে অহেতুক বিলম্ব হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সংক্রান্ত জনৈক কর্মকর্তা কিছুদিন আগে খবরের কাগজে ফল প্রকাশে অহেতুক দেরীর প্রশ্নে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য এক অভিনব জবাব দিয়েছেন—ট্যাবুলেটর দেশের বাইরে আছেন তাই দেরী হচ্ছে। তাহলে প্রশ্ন জাগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্যাবুলেটর কি বিষয় ভিত্তিক একজন? আর তাকে ছাড়া যদি ফলাফল প্রকাশ করা না যায় তবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ কোর্সকে তুলে দেয়া দরকার।

ডিগ্রী খাতা পরীক্ষণের ব্যাপারেও দেখা যায় যে, পাস কোর্স তারা আদৌ পড়ান না কিন্তু খাতা দেখেন সবচে বেশী। কেউ কেউ আবার খাতা বান্ডলবন্দী করে বিদেশে সর্ট কোর্স করার জন্য যান। সুতরাং বিএ (পাস) তথাকথিত কর্মকর্তাদের কাছে একটি প্রহসন মাত্র।

আবার পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে পরীক্ষকরা খাতা দেখে নির্ধারিত তারিখে পাঠিয়ে থাকেন। একদিন দেরী হলে দশ টাকা জরিমানা হয়। কিন্তু সে খাতার অবশিষ্টাংশ তিন মাস পরে দেখলে তাতে টাকা কাটা যায় না। তাছাড়া খাতা দেখার সম্মানী পরবর্তী বছরের পরীক্ষার আগে বা পরে কোন এক সময় দেয়া হয়ে থাকে।

সুতরাং বিএ (পাস) কোর্সের বাংলা (জাতীয় ভাষা) ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ নতুন করে ভাবুন কি করা যায়। নইলে ভবিষ্যত বংশধররা সর্বস্তর থেকে বাংলাকে বিসর্জন দেবে।

—অধ্যাপক মোজাম্মেল হক